এডুকেশন লিডারশিপ এ্যাওয়ার্ড পেলেন বিএসএমএমইউ-এর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার

বাংলাদেশ এডুকেশন লিডারশিপ এ্যাওয়ার্ড পেলেন দেশের বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার। অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মেয়াদে উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)-এর দায়িত্ব পালন করছেন। গত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখ, রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'দক্ষিণ এশিয়ার অংশীদারিত্ব' শীর্ষক এক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ এ এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'সিএমও-এশিয়া' এবং 'ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে 'ওয়ার্ল্ড সিএসআর ডে এন্ড ওয়ার্ল্ড সাসটেইনেবিলিটি'-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. আর. এল ভাতিয়া উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও উদাহরণযোগ্য নেতৃত্ব স্থাপন করায় এ পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক এ এ্যাওয়ার্ডটি উচ্চশিক্ষায় জ্ঞান বিনিময়কে নেতৃত্বের একটি মূল যোগ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করবে, যা উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তে পৌঁছে দেবে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার বিশিষ্ট সিকদার পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মরহুম আব্দুস সাহীদ সিকদার সাহেবের দিতীয় পুত্র। অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিসিএম এবং তৎকালীন আইপিজিএমএন্ডআর হইতে ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) ও ব্রিটিশ রয়েল কলেজ থেকে এফআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি চর্ম রোগ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক বিষয়ে গবেষণা কর্ম করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে আর্সেনিক জনিত চর্ম রোগের গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অনেক গবেষণাপত্র দেশী-বিদেশী অনেক জার্নালে প্রকাশিত হয়। চর্মরোগ বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলায় লিখিত ১টি বইও প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য তিনি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ১ম মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ শিক্ষক, চিকৎসক ও ছাত্রদের মাঝে গবেষণা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকে গতিশীল করেন এবং ওই সময়ে ১ম বারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ল্ড রেংকিং এ ৬৪০তম স্থান লাভ করে।

তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মাননীয় মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রীর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য "মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেল" গঠন করেন। যেই সেল থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ২০০০০ হাজারের চেয়ে বেশী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ফ্রি চিকিৎসা সেবা লাভ করেন। তাঁহার নিজ বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প থাকার কারণে অল্প বয়সেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিএমএ এর আজীবন ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য। তিনি বাংলাদেশ চর্মরোগ সোসাইটির ও আন্তর্জাতিক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ সোসাইটির আজীবন সদস্য।